Bangladesh

"শেখ হাসিনার বারতা
নারী-পুরুষ সমতা"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ শিশু একাডেমি
সার্কিট হাউজ রোড, রাজশাহী
ফোন: ০৭২১-৭৭৩৪০৩
bsarajshahi@gmail.com

মেমো নং- বাশিএ/রাজ/২০২১-২২/১১৯(১০০) তারিখ:- ২৭/০২/২০২২ খ্রি.

বিষয় ঃ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'ঐতিহাসিক ৭ ই মার্চ' ২০২২ দিবস উদযাপন প্রসঙ্গে।

সূত্র ঃ স্মারক নং-৩২.০৩.০০০০.৪০১.২৩.০০১.১৭-৩৮১(৩০) তারিখ : ০৯.০২.২০২২ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ' ২০২২ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জেলা প্রশাসন ও বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, রাজশাহীর আয়োজনে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

চিত্রাংকন ও বঙ্গবন্ধুর 'ঐতিহাসিক ৭ ই মার্চ' ভাষণ পরিবেশন প্রতিযোগিতার সময়সূচি ও নিয়মাবলী

কর্মসূচি ও তারিখ	বিভাগ ও বিষয়	স্থান
চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা ০৬.০৩.২০২২ রবিবার সকাল ১০.০০টায়	বিশেষ গ্রুপ ঃ নার্সারী ও প্লেগ্রুপ পর্যন্ত। বিষয় : ইচ্ছামত ক-বিভাগ ঃ ১ম শ্রেণি - ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত। বিষয় : স্বপ্নের বাংলাদেশ খ-বিভাগ ঃ ৬ষ্ঠ - ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত। বিষয় : বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ গ-বিভাগ ঃ ৯ম - ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত। বিষয় : বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু ঃ ১ম থেকে ১০ম শ্রেণি - বিষয় : ইচ্ছেমতো	শিশু একাডেমি রাজশাহী মিলনায়তন
বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ প্রতিযোগিতা ০৬.০৩.২০২২ রবিবার সকাল ১১.০০টায়	ক-বিভাগ ঃ ১ম শ্রেণি - ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত খ-বিভাগ ঃ ৬ষ্ঠ - ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত গ-বিভাগ ঃ ৯ম - ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত	শিশু একাডেমি রাজশাহী মিলনায়তন

যথাসময়ে অংশগ্রহণ করার জন্য আগ্রহী প্রতিযোগীদের আমন্ত্রণ জানানো হলো। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে আগামী ০৩.০৩.২০২২ তারিখের মধ্যে নাম তালিকাভুক্ত করা যাবে। আগামী ৭ই মার্চ রোজ সোমবার বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, রাজশাহী মিলনায়তনে বেলা ১২.০০ টায় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিজয়ী শিশুদের উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক/সভাপতি/সম্পাদক

২৭.০২.২০২২
মো. মনজুর কাদের
জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা
বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, রাজশাহী

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি/ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হল।

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, দোয়েল চত্বর সড়ক, ঢাকা
২। জেলা প্রশাসক, রাজশাহী
৩। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), রাজশাহী
৪। জেলা শিক্ষা অফিসার, রাজশাহী
৫। জেলা প্রথামিক শিক্ষা অফিসার, রাজশাহী
৬। উপ-পরিচালক, গণ যোগাযোগ অধিদপ্তর, রাজশাহী
৭। আঞ্চলিক বার্তা নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ

(অংশবিশেষ)

ভাইয়েরা আমার

আমি, আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই, যে আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট, কাচারী, আদালত, ফৌজদারী, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে, তার জন্য রিক্‌শা, ঘোড়াগাড়ি চলবে, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রীমকোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি-গর্ভণমেন্ট দপ্তরগুলো, ওয়াপদা-কোনোকিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এর পরে যদি বেতন দেওয়া না হয়, আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোকের উপর হত্যা করা হয়- তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল। প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট, যা যা আছে, সব কিছু আমি যদি হুকুম দেবার-নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে।

সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবে না। আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে, যদ্দুর পারি আমি সাহায্য করতে চেষ্টা করব। যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিকে সামান্য টাকা-পয়সা পৌছিয়ে দেবেন। আর এই সাতদিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইরা যোগদান করেছেন, প্রত্যেকটা শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌছাইয়া দেবেন। সরকারি কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হবে, খাজনা, ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হল, কেউ দেবে না। শোনেন-মনে রাখবেন, শত্রুবাহিনী ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায়-হিন্দু, মুসলমান, বাঙালি, নন-বাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপরে, আমাদের যেন বদনাম না হয়।

মনে রাখবেন, রেডিও টেলিভিশনের কর্মচারীরা, যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোনো বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, কোনো বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না। দুই ঘন্টা ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মাইনেপত্র নেবার পারে। কিন্তু পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ব বাংলায় চলবে এবং বিদেশের সঙ্গে নিউজ পাঠাতে হলে আপনারা চালাবেন।

কিন্তু যদি, এদেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝে শুনে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রামে প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো এবং তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব-এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব, ইনশাল্লাহ্। এরারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

জয় বাংলা।